ঘরে থাকো – লিখন আলী

আঁধার ঘন রাত পেরিয়ে
প্রভাতে উঠে আলোর ঝলকানি
শুরু হয় নব প্রহর
নব দিগন্তের হয় সূচনা
ঘুমন্ত আমি জেগে উঠি
মনের ভিতরে নিয়ে অনেক ভয়
ভাবি আমি গভীর ভাবনায়
আজ কি যেন কি হয়।

পৃথিবীর বুকে চলছে মৃত্যুর হাতছানি লাশের পর লাশ হয়েছে কতো দেশে
কেউ জানে না সংখ্যা কোথায় দাঁড়ায় শেষে। বিশ্বের প্রতিটি শহর হয়েছে স্তব্ধ
শহরে নেই জন মানবের পায়ের শব্দ
মানুষ গুলো সব হয়েছে ঘর বদ্ধ।

বাঙ্গালী
তবে তোমরা কেন অনায়াসে হাটছো
কেন মৃত্যুকে নিজের দিকে ডাকছো করোনাকে কেন করছো উপহাস
জানো কি তুমি এর ভয়াবহতার পরিহাস। লাশের গন্ধে বাতাস হয়েছে ভারী পৃথিবীর বুকে চলছে আহাযারী
তবে তোমরা কেন এত উদাসীন
আর কতদিন থাকবে বিবেকহীন।

এই কটাদিন ঘরে থাকো
নিজের ভালোর জন্যই
নিজেকে না হয় বন্দী রাখো।
ভাবছো যদি থাকলে ঘরে চলবে কি আর মরলে তুমি বিশ্ব ঠিকি চলবে ডিয়ার করোনা ঠিক বুঝতে চায় না দল মত কি তার কাছে এক সব রকমের দাড়ি টিকি। রাস্তা থেকে সব জমায়েতে দুরে হেটাও দেশকে যদি ভালবাসো ভিতরে যাও।

সবকিছু এই কটাদিন থাকুক বন্ধ বাঁচলে তুমি ফিরে পাবা চলার ছন্দ
বাইরে ঘরে মহামারী ঔষুধ বিহীন
দোহায় তোমার ঘরে থাকো এই কটাদিন।
চাইছে বাংলাদেশ
সব নাগরিক ঘরে যাও
আজকে সবাই দেশও প্রেমের প্রমাণ দাও

জন্মবেলা – হাসান রুদ্র

তুমি শিশির ভালবাস জেনে
ঘাস হবার ইচ্ছে হলো,
শিশির ভেজা ঘাসে তোমার পা পড়তেই
আমি একটি সবুজ ঘাসের দেশ হয়ে গেলাম।
বুকে নিশীথগলা জল টলমল।

তোমার স্বর্ণকমল পা তাতে লিখে দেয় আমার জন্মবেলা। তুমি নদী ভালবাস জেনে
জল হবার ইচ্ছে হলো,
এ নদী সে নদী জলের সুতোয় জুড়ে দিয়ে

শত নদীতে ছড়িয়ে দিলাম নিজেকে।
তুমি তাতে নামতেই
আমি পেয়ে গেলাম সংগমের অধিকার।
জানলাম তুমি নীল ভালবাস

আমার আকাশ জতে ইচ্ছে হলো,
তুমি লাল চোখে তাকাতেই
আমি আগুন ফোঁড়ে গেঁথে নিলাম নক্ষত্র।

তুমি ছুঁয়ে দিতেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল হাজার তারায়। স্পর্ধা পেয়ে আমি তোমার চারপাশ হয়ে উঠলাম
তুমি নদীকে দেখালে বিপরীত পথ
আকাশকে অধরা

আর শিশিরককে বাস্পবেলুন
আমি ভূমিষ্ঠ হলাম আরেকবার।

নিরব ঘাতক করোনা – এম. সোহেল রানা

হে দয়াবান রহমানের রহিম তুমিই দয়াময়
মহামারির এমন ক্রান্তিকালে রক্ষা করো,
বান্দা কি তোমার পানে, দু’হাত তুলে চাই
করোনা থেকে রক্ষা একমাত্র তব কৃপায়।
বিশ্ব যে আজ অঁচল প্রায় করোনা নামক
নিরব ঘাতক এক ভাইরাসের প্রাদুরভাবে,
বিশ্ব মানবতা থমকে গেছে ঝরছে বারি
নিম্ন -মধ্যবৃত্ত গুমরে কাঁদে অন্নের অভাবে।

স্বচ্ছ নির্মল ভারী বাতাস বইছে করোনাতে সচল করো সকল প্রভূ আগের মত করে,
পাখিরা গাই গান তবু প্রাণে জাগেনা আশা
ফুল ফোটে আগের মতোই নেই ভালবাসা।

নিরব ঘাতক করোনাতে করেছে সব গ্রাস
নিরব ভূমিকার সন্ত্রাসী সৃষ্টি করেছে ত্রাস, বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর মিছিলে বিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণী করোনা প্রতিষেধকে ব্যর্থ নাকি বিজ্ঞানী?

করোনা উপসর্গে যদি কারো মৃত্যু আসে রক্তের সম্পর্কের তবুও নেই লাশের পাশে, দাফন কালে আপন স্বজন নেই আহাযারি
নিরব ঘাতক করোনা এ কেমন মহামারি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি – আনিতা

অদূর হতে আমি সেই চক্ষু জোড়া গুলো দেখতে পাই।
সকলের নিকট যা অতি সাধারণ আমার কাছে কিছুটা ভিন্ন চিত্র।
সেই চক্ষু পানে চেয়ে থাকলে আমি অনুভব করতে পারি,
ওই চক্ষু জোড়া কি যেন অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছে?

আমি অনুভব করতে পারি ওই ভেজা চক্ষু দু’খানা সব,
হারিয়েও যেন কিছু একটা ছুঁতে চায় যাকে সে সকলের অগোচরে রেখেছে। আমি অনুভব করি তার সেই বাকরুদ্ধহীন নীরব কান্না কে,
আমি দেখতে পাই দিবালোকের তার সেই বোবা যন্ত্রুর,

সাথে বসে দু’ফোটা অশ্রু ফেলতে থাকা সেই যন্ত্রণাদায়ক চক্ষু দু’টিকে।
ভিতর সত্তা দুমড়ে মুচরে একাকার হওয়া সত্তেও

তাকে বোবা যন্ত্রণায় কতরায়।
তার বুক ফাটা আর্তনাদ সে দমবন্ধ আলোহীন ,
চার দেওয়াল এর মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়,
প্রতিটা প্রহর সে আমৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরায়।

কাল রাত্রি যে বড় দীর্ঘ চোখের জলে ভেসে ওঠে ,
সেই সব সৃতির পাতা যা সে চির তরে মুছে ফেলতে চায়।
সে স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্তগুলো তাকে তিলে তিলে কুরেখাচ্ছে। নিজের কাছে এক অসহায় পথিক যার চাইবার সাধ্যি টুকু নেই?

সে যা দান করেছে তা দিয়ে সে আজ নিজে ভিখারি,
চাইবার মতো শুধু মুক্তি।

নৈর্ব্যক্তিক শুভ্র বালিকা – মাহফুজা অনন্যা

কুমারী মেয়ের স্কার্ট থেকে তুলে নিলে ফুল
অমনিই ছিটকে পড়ল চাঁদের আলো
সম্ভ্রমের যন্ত্রণায় নৈর্ব্যক্তিক শুভ্র বালিকা কেঁদে কেঁদে বিধাতাকে সব বলে দিলো

অসভ্য পৃথিবীর পৌরাণিক গল্প!

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম বৃক্ষের ফলবান ডালে বসে গাইতো যে চীনপাখি,

তার পায়ে অদৃশ্য ভাইরাস
রথী-মহারথীরা ডাল কাটবে না পাখি উড়িয়ে দেবে কিছুই বোঝে না!

হিমঘরে বিধাতা সেজে এতদিন যারা সরষে ফুলের আবাদ করছিলেন

তাদের বিপদে পৃথিবী সংরক্ষক মুখে কুলুপ এঁটে তামাশা দেখছেন মৃত্যু ও সময়ের বিবেকহীন ধেয়ে চলা দেখে

জাস্টিন ট্রুডোর চোখ থেকে নেমে আসে চীনের নদী-হোয়াংহো

ভালো নেই – নাসিম আহমেদ

সিনেমার হার্টথ্রব,শোবিজের নায়িকা
ভালো নেই গীতিকার,সুরকার,গায়িকা।
ভালো নেই এফডিসি,ফিল্ম- ইন্ডাস্ট্রি
করোনাকালে চুপ বড় বড় ট্রাস্টি!

এই দূর্দিনে মানুষের,ফিকে ভাবমূর্তি
পার্কে লোক নেই,নেই কোনো ফুর্তি। ভালো নেই করোনায়,হবু- বর,পাত্রী

বাস ভাড়া বেশি তাই, ভালো নেই যাত্রী।

ভালো নেই মাসি - পিশী, ভালো নেই বৌদি
করোনায় চুপচাপ, দাদা বসে সৌদি।
ভালো নেই ডাক্তার, মাষ্টার – ছাত্র
ভালো নেই প্রবাসীরা, বেঁচে নামমাত্র।

ভালো নেই হরি কাকা, ভালো নেই হুজুরে
ভালো নেই আমাদের, খেটে খাওয়া মজুরে।
ভালো নেই হাঁড়খেঁকো, হাঁড়িচাটা কুকুরে
ভালো নেই মাছগুলো, মল ছিটানো পুকুরে।

‘কিল খেয়ে কিল চুরি’ নেতাগুলো ভালো নেই
মেঘ-ঝড়- বৃষ্টিতে, তার আছে, আলো নেই।
ভালো নেই সর্দি, মাথা ব্যাথা, হেঁচকি
হুজুগে মানুষ ভাবে, করোনার কেস - কী!!

বাঁশিওয়ালা – রিপলু চৌধুরী

সাত সকালে রাখাল ছেলে
গরু নিয়ে ছুটে
হাতে নিয়ে বাসের বাঁশি
মাঠে ঘাটে ছুটে।

রাখাল ছেলে মনের সুখে
বাঁশিতে টান মারে
সেই বাঁশির সুর খানি
যায় দূর তেপান্তরে।

সন্ধ্যা হলে রাখাল ছেলে
বাড়ি ফিরে আসে
মিষ্টি বাঁশির সুরে যেন
সন্ধ্যা নেমে আসে।

ছোট্টমণির ইচ্ছে – অভি দে শিবা

দিদির সাথে খেলার ছলে
ছোট্টমণি বলে,
দিদি আমায় স্নান করাবি
পুকুরের ঐ জলে.?

দিদি বলে পাগলি মেয়ে এটা কেমন ইচ্ছে.?
তুই কি আবার ভুলে গেলি ঠাকুমার ঐ কিচ্ছে।

পুকুর জলে আছে নাকি
ছোট্ট কুমির ছানা,
তাইতো বোনু ঐ পুকুরে যাইতে আছে মানা।

রাগ করিস না বোনু আমার আলতা দেবো পায়ে,
তোরে নিয়ে ঘুরতে যাবো আমার সোনার গঁ◌াঁয়ে।

দেখবি অনেক হাতি ঘোড়া খেলছে তারা মাঠে,
দুজন মিলে আড্ডা দেবো বসে নদীর ঘাটে।

আনিতা – মুকুল চৌধুরী

আনিতা,আমি অন্ধ হতে চাই
ভুল যেতে চাই,তোমার দু’চোখ,
কারণ,আমি দেখতে চাই না
তোমার কান্না ভেজা দু’নয়ন।

কারণ ঐ টাই হয়ত তোমাকে আমার শেষ দর্শন,
এটার আছে হয়ত অন্য কোনো কারণ,
সেটা হলো,তোমার ঐ
মিষ্টি কণ্ঠটা আমি ভুলে যেতে চাই।

জানো আনিতা? এখন তোমার কাজল বিহীন চোখ, জ্যোৎস্না বিহীন রাতের মতন।
এই বুকের মধ্যে বসত করেও রইলে তুমি পর,
কাছে আছো-তুমি,তবু এতই দূরত্ব।

নিরন্ন – সীমান্ত মনির

আমার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখবেন পাকস্থলীর অভিশাপে আমার মৃত্যু হয়েছে
আমার রক্ত মিথ্যা বলবে না
তাকে প্রশ্ন করুন
সে বলবে
তার কণিকায় কণিকায় মিশে থাকা
ক্ষুধার বিষাক্ত ইতিহাস
নির্বাক মুখ মিথ্যা বলবে না
আমার চোখে চোখ রাখো
পড়ে নাও ক্ষুধার কাব্য
আমি দুভিক্ষের কালো পোস্টার
নিরন্ন পৃথিবীর জ্বলন্ত ইতিহাস

বাবু- তোমাদের সাজানো ভাতের থালার সামনে

আমি নিরন্ন মানুষ
বাবু- তোমাদের সাজানো ভাতের থালার সামনে আমি ড্রেনের ময়লা জল চেটে নেওয়া
বুভুক্ষু কুকুর
বাবু- তোমাদের সাজানো ভাতের থালার সামনে আমি আবর্জনা থেকে উড়ে আসা মাছি

আমি উঠে এসেছি
এগারোশ ছিয়াত্তর সন থেকে
নগ্ন শরীরে দাঁড়িয়েছি
তোমাদের খাদ্যের সামনে
মাটির ভাঙ্গা সানকি হাতে
আমি উঠে এসেছি ঊনিশশ তেতাল্লিশ থেকে ছুটে বেড়াচ্ছি গলির পর গলি
রাজপথ

আমাকে কুকুর ভেবে চারটা ভাত দিন আমাকে শুয়োর ভেবে
কাদার ভিতর ফেলে দিন অর্ধেক
শুকনো রুটি
আমাকে ডাস্টবিন ভেবে
ফেলুন নষ্ট ভাত
আমাকে নর্দমা ভেবে
ছুড়ে দিন পচা খাদ্য
আমাকে ড্রেন ভেবে
ঢেলে দিন ময়লা জল
আমাকে যদি পাথর বাঁধানো পায়খানা ভাবতে ঘৃণা হয়
তাহলে ভাগার ভেবে
আমাকে দিন মলের চেয়েও দুর্গন্ধ অন্ন